৯ম অধ্যায়

● তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন
[Supervision and Inspection]

বিদ্যালয় ব্যবস্থার আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়, কারণ এ দুটি শিক্ষা ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেক শিক্ষা কমিশন এই দুটি কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখন দেখা যাক তত্ত্বাবধান কাকে বলে? এ সম্বন্ধে Ordway Tead যা সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল — "Supervision is that phase of management which undertakes direct face to face oversight of tasks assigned to individuals or small groups in order to assure correct and adequate performance"। অর্থাৎ তত্ত্বাবধান হল ব্যবস্থাপনার সেই অবস্থা যেখানে কোন বিশেষ ব্যক্তিগণের উপর বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উপর প্রদত্ত কাজকর্মের সঠিক এবং যথাযথ সম্পাদন সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করে নিশ্চিত হওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তত্ত্বাবধানে কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করা হয়।

■ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Supervision in Secondary Schools) ঃ

বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান বলতে বোঝায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পর্যবেক্ষকদের দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ করে তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার নির্দেশ দান করা। এই জাতীয় তত্ত্বাবধানের লক্ষ্য হল শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি লক্ষ্য করে তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দান, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিখন সহায়ক উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি সঠিকভাবে নির্ধারণ করে এ ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধানের কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন —

● আধুনিক তত্ত্বাবধান একটি দলগত প্রক্রিয়া কারণ এখন তত্ত্বাবধানের কাজ কোন একজন ব্যক্তির উপর অর্পণ না করে একটি দলের উপর ন্যস্ত করা হয়। যে সমস্ত বিভিন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয় তারা কোন না কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ — কেউ

Scanned with CamScanner

প্রশাসনিক দিকে, কেউ শিক্ষাগত দিকে, কেউ বা আবার অর্থনীতির দিকে। ফলে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর বিভিন্ন দিকে সুচিন্তিত ও সামগ্রিক নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।

● আধুনিক তত্ত্বাবধান একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কারণ এখানে তত্ত্বাবধায়ক নিজের মতামতকে সকলের উপর জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী সকলের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাদের সহযোগিতায় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়।

● আধুনিক তত্ত্বাবধানের একটি নির্দিষ্ট মান (Norm) থাকে। বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে আগের থেকেই বিভিন্ন দিকের একটি পূর্ব নির্দিষ্ট মান স্থির করা থাকে। এই মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করা হয়।

● বর্তমান তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনার নীতি ও কর্মপদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত। ব্যবস্থাপনার নীতিতে যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, বিদ্যালয়ের মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের সঠিক ব্যবহার ও কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম বণ্টনের কথা বলা হয়ে থাকে। তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রেও এই নীতিগুলি অনুসরণ করা হয় বলে বিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ থাকে।

● আধুনিক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের গঠনমূলক কাজে সহায়তা করে। তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের দোষ-ত্রুটিগুলি নির্দিষ্ট করে বিদ্যালয়ের সমালোচনা করা বা দোষারোপ করা নয়, বরং বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য উপায় নির্ধারণ করে বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করা।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার পর পূর্বেকার এবং বর্তমান তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করা যায়। পূর্বে তত্ত্বাবধান বলতে কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ঠিকমত পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা হত। কিন্তু বর্তমানে শুধু মতামত প্রকাশ করাতেই শেষ নয়, কিভাবে কাজ করলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আরও উন্নতি করতে পারে সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত পরামর্শ দেওয়া হয়। সেইজন্য বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সম্পর্কে কোঠারী কমিশন যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য — "Supervision being in a sense the backbone of educational improvement, it is imperative that the system of supervision should be revitalised. Administration should be separated from supervision."। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কমিশন তত্ত্বাবধানকে শিক্ষামূলক উন্নতির মেরুদণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং এই প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

■ **তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব (Importance of Supervision) ঃ**

● শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের উন্নতির সূচক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষার শুধু প্রসার ঘটালেই চলবে না, তার গুণগত মানেরও উৎকর্ষ সাধন করা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা যদি উন্নত হয়, তবেই শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনের উপায় জানা সম্ভব।

● শিক্ষার উন্নতি তখনই সম্ভব যখন মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের সদ্ব্যবহার করা হয়। তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাই এ ব্যাপারে সঠিক পথনির্দেশ করতে পারে এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষণ-শিখন পরিবেশের সামগ্রিক উন্নতিসাধনের পথ নির্দেশ করতে পারে।

● শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা, উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন এবং শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সঠিক ব্যবহারই শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা নিয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা এ সমস্ত ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে বলে শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব এত বেশি। বিদেশের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কিভাবে আমাদের দেশেও প্রয়োগ করা সম্ভব, তা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমেই জানা সম্ভব।

● বর্তমানে সমাজ পুরোপুরি শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল নয়। সমাজজীবনে নানাপ্রকার অসঙ্গতির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রেও সমস্যামূলক আচরণ এবং নানাপ্রকার অপসঙ্গতি ও অপরাধপরায়ণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এগুলির সুষ্ঠু সমাধান করা অবশ্যই প্রয়োজন। এগুলির সমাধান না হলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করাই কঠিন হয়ে যাবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের একটি ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন। তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাই সেই সম্পর্ক স্থাপন করে দিতে পারে।

এই সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে আধুনিক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা শিক্ষাগত উন্নতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। এরপর আসা যাক পরিদর্শনের (Inspection) আলোচনায়। পরিদর্শন বলতে এখন আর শুধু 'গেলাম আর দেখলাম' এ ব্যবস্থা বোঝায় না। UNESCO থেকে পরিদর্শন ব্যবস্থাটিকে এভাবে বোঝানো হয়েছে — "Inspection should be considered as a service to interpret to teachers and the public the educational policies of the authorities and modern educational ideas and methods and to interpret to the competent authorities the experiences, needs and aspirations of teachers

Scanned with CamScanner

and local communities."। অর্থাৎ পরিদর্শন হল একজাতীয় পরিষেবা যা শিক্ষক ও জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্রের (বা কর্তৃপক্ষের) শিক্ষানীতি এবং আধুনিক শিক্ষার ধারণা ও পদ্ধতিগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষক ও স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও উচ্চকাঙ্ক্ষাগুলি তুলে ধরে। কোঠারী কমিশন বিদ্যালয় পরিদর্শনের সাফল্যের জন্য দু-ধরনের পরিদর্শন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন — একটি প্রতি বছর পরিদর্শন করা আর অন্যটি হল তিন বা চার বছর অন্তর পরিদর্শন করা। আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন করেন রাজ্য শিক্ষাদপ্তর এবং তারা প্রশাসনিক দিকটির উপর জোর দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ এবং তারা এর জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করবেন। এই দল বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রকার কাজ খুঁটি-নাটি ভাবে পর্যালোচনা করবেন। এই বিশেষজ্ঞ দলে শিক্ষা দপ্তরের একজন অফিসার এবং কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা অথবা শিক্ষাবিদ্ বা শিক্ষকদের মনোনীত প্রতিনিধি থাকবেন। এরা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দকে পরামর্শ দেবেন।

■ **তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Supervision and Inspection) ঃ**

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন — পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া দুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তবে আমরা উপরে এ সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দিয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে তত্ত্বাবধানের কর্মপরিধি পরিদর্শনের কর্মপরিধি থেকে অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। 'পরিদর্শন' শব্দটির মধ্যে একটা কর্তৃত্ব ও খবরদারী করার মনোভাব যেন লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়। যাইহোক, দুটি ব্যবস্থার মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল —

- পরিদর্শনের কর্মপরিধি সঙ্কীর্ণ কিন্তু তত্ত্বারধানের কর্মপরিধি ব্যাপক।
- পরিদর্শন একটি নিয়মতান্ত্রিক ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা। কিন্তু তত্ত্বাবধান গঠনমূলক ও নমনীয় ব্যবস্থা।
- পরিদর্শন বিদ্যালয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়, কিন্তু তত্ত্বাবধান বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করতে চায়।
- পরিদর্শন একটি রুটিনমাফিক পদ্ধতি এবং এটি কখন করা হবে তার সঠিক সময় স্থির করা থাকে না। কিন্তু তত্ত্বাবধান একটি আবিষ্কারের পদ্ধতি এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।
- পরিদর্শনে নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য লাভ করে কিন্তু তত্ত্বাবধানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়।

Scanned with CamScanner

● পরিদর্শনে একটা কর্তৃত্বমূলক মনোভাব লক্ষ্য করা যায় কিন্তু তত্ত্বাবধানে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

যাইহোক, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান এই দুটি পদ্ধতিই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে জড়িত। আমরা আগেই বলেছি বিদ্যালয়ের উন্নতিতে মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের সদ্ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয়। এখন দেখা যাক **তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন প্রক্রিয়া দুটি কিভাবে মানবশক্তি ও বস্তুসম্পদের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত।**

প্রথমে ধরা যাক, **মানবশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ঃ** বিদ্যালয়ের উন্নতিতে মানবশক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাজকর্মের পর্যালোচনা করা এবং সেই কাজের মান নির্ণয় করা। যদি দেখা যায় মান আশানুরূপ নয়, তবে তাদের উন্নততর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। শিক্ষক যদি তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার ছাত্রদের সামনে উন্মোচন না করেন বা না করতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে না। আবার শিক্ষার্থীরা যদি সর্বশক্তি দিয়ে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা না করে তবে শিক্ষকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা জানি মানবশক্তির ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত লোককে সঠিক পথে পরিচালিত করে তাদের কর্মশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করা। তত্ত্বাবধায়কেরা যদি মানবশক্তি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকগুলি সম্বন্ধে অবহিত হন, তাহলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপযুক্ত নির্দেশনা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হবে। তাছাড়া তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে এবং জনগণকেও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতিতে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। সেইজন্য তত্ত্বাবধান পদ্ধতির সঙ্গে মানবশক্তি ব্যবস্থাপনার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এরপর দেখা যাক, **বস্তুসম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক ঃ** তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিদ্যালয়ের বস্তুসম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং কোন প্রকার ত্রুটি থাকলে তা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের জানিয়ে ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পরামর্শ দেওয়া। কোন বিদ্যালয়ের বস্তুসম্পদ বলতে যেমন তার ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার ইত্যাদিকে বোঝায়, তেমনই সরকারী ও বেসরকারী সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ, ছাত্র বেতন ইত্যাদিকেও বোঝায়। অনেক বিদ্যালয় এগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানে না। আমরা জানি কোন প্রতিষ্ঠানের বস্তুসম্পদকে উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে

Scanned with CamScanner